One Liner Shots (উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল)

উপদ্বীপীয় মালভূমি কি?

উপদ্বীপীয় মালভূমি হল একটি টেবিলল্যান্ড যা পুরানো স্ফটিক, রূপান্তরিত শিলা ও আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত। এটি প্রাচীনতম ভূমিগুলির মধ্যে একটি। এটি শিবালিক রেঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত।

মালভূমি অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ

উপদ্বীপীয় মালভূমিকে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ৩টি দলে ভাগ করা যায়। এগুলি নিম্নরূপ:

- **সেন্ট্রাল হাইল্যান্ডস বা মধ্যভাগের উচ্চভূমি**
- **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি**
- **উত্তর-পূর্ব মালভূমি**

মধ্যভাগের উচ্চভূমি

➔ উপদ্বীপীয় মালভূমির **উত্তর অংশকে** সেন্ট্রাল হাইল্যান্ডস বলা হয়।

➔ এটি নর্মদা নদীর উত্তরে অবস্থিত, পশ্চিমে আরাবল্লী দ্বারা সীমাবদ্ধ।

➔ এছাড়াও, সাতপুরা পর্বতমালা (খণ্ডিত মালভূমির একটি সিরিজ দ্বারা গঠিত) দক্ষিণে অবস্থিত।

➔ সাধারণ উচ্চতা: সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 700-1,000 মিটার উপরে এবং এটি উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিকের দিকে ঢালু।

➔ এটি আরও কয়েকটি উচ্চভূমিতে বিভক্ত যেমন,

1. **মারওয়ার উচ্চভূমি**
2. **মধ্য ভারত পাথর**
3. **মালওয়া মালভূমি**

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

➔ দাক্ষিণাত্য মালভূমি নর্মদা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এবং এটি একটি উল্টানো ত্রিভুজের মতো আকৃতির।

➔ এটি পশ্চিমে পশ্চিম ঘাট, পূর্বে পূর্ব ঘাট, সাতপুরা, মহাকাল রেঞ্জ এবং উত্তরে মহাদেও পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত।

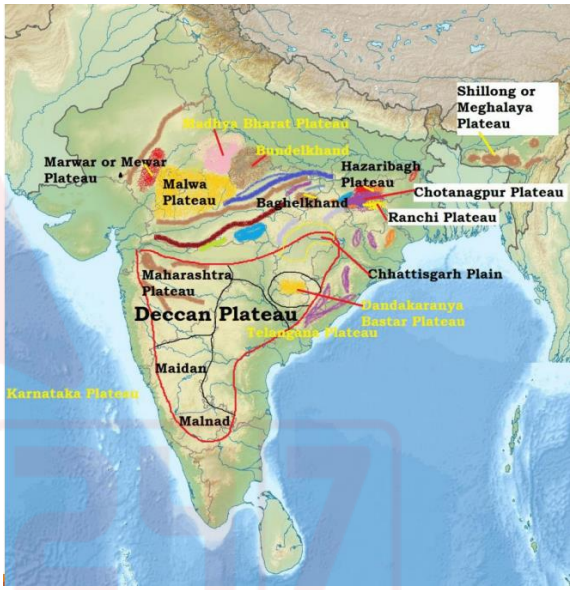

➔ এটি আদিতে আগ্নেয়গিরির, শক্ত লাভার অনুভূমিক স্তর দিয়ে তৈরি যা একটি ধাপের মতো চেহারাসহ একটি ট্র্যাপের কাঠামো তৈরি করে।

➔ পাললিক স্তরগুলিও দৃঢ় লাভার স্তরগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, যা এটিকে কাঠামোর মধ্যে ইন্টার-ট্র্যাপিং কাঠামো তৈরি করে।

➔ অধিকাংশ নদী এই অঞ্চলে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

➔ এই মালভূমি তুলা চাষের উপযোগী; সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদের আবাস এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি উৎস।

➔ দাক্ষিণাত্যের মালভূমিকে নিম্নরূপ ভাগ করা যায়:

- ***মহারাষ্ট্র মালভূমি***– এটিতে সাধারণ ডেকান ট্র্যাপ টপোগ্রাফি রয়েছে যা বেসাল্টিক শিলা, রেগুর দ্বারা গঠিত।
- ***কর্ণাটক মালভূমি*** (মহীশূর মালভূমি নামেও পরিচিত) - এটি পশ্চিমাঞ্চলীয় পার্বত্য অঞ্চলের 'মালনাদ' এবং সমতল 'ময়দান'-এ বিভক্ত।
- ***তেলেঙ্গানা মালভূমি***

উত্তর-পূর্ব মালভূমি

➔ মেঘালয় (বা শিলং) মালভূমি গারো-**রাজমহল গ্যাপ** দ্বারা উপদ্বীপীয় শিলা ভিত্তি থেকে পৃথক হয়েছে।

➔ শিলং (1,961 মিটার) এই মালভূমির সর্বোচ্চ বিন্দু।

➔ এই অঞ্চলে গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া এবং মিকির (রেংমা) পাহাড় রয়েছে।

➔ আসামের কার্বি আংলং পাহাড়েও মেঘালয় মালভূমির একটি সম্প্রসারণ দেখা যায়।

➔ মেঘালয় মালভূমি কয়লা, লোহা আকরিক, সিলিমানাইট, চুনাপাথর এবং ইউরেনিয়ামের মতো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

➔ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু থেকে এই অঞ্চলে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। ফলস্বরূপ, মেঘালয় মালভূমির একটি অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত পৃষ্ঠ রয়েছে।

➔ চেরাপুঞ্জি একটি খালি পাথুরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যেখানে কোনো স্থায়ী গাছপালা আবরণ নেই।

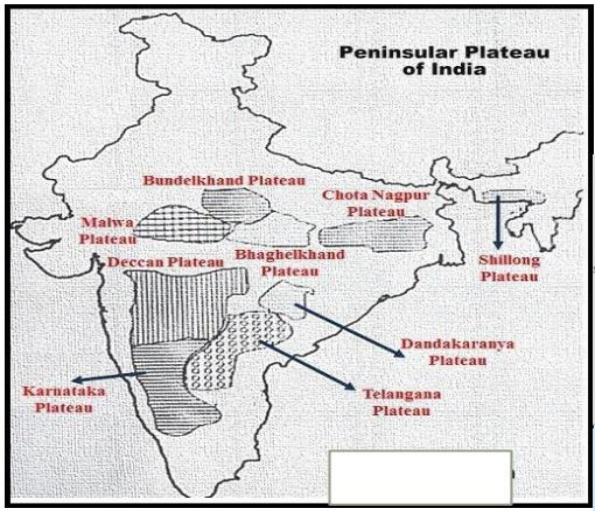

উপদ্বীপের পাহাড়সমূহ	
আরাবল্লী রেঞ্জ	এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বতগুলির মধ্যে একটি। এর সাধারণ উচ্চতা মাত্র 400-600 মিটার, যেখানে 1,000 মিটারের উপরে কয়েকটি পাহাড় রয়েছে। এটি উদয়পুরের কাছে 'জরগা' এবং দিল্লির কাছে 'দিল্লি শৈলশিরা' নামে পরিচিত। দিলওয়ারা জৈন মন্দির মাউন্ট আবুতে অবস্থিত।
বিন্ধ্য রেঞ্জ	তারা নর্মদা-সোন উপত্যকার সমান্তরালে চলমান একটি খাড়া উঁচু ভূমি হিসাবে উত্থিত হয়। সাধারণ উচ্চতা: 300 থেকে 650 মি। তারা গাঙ্গেয় এবং উপদ্বীপীয় নদী ব্যবস্থার মধ্যে একটি জল বিভাজিকা হিসেবে কাজ করে।
সাতপুরা রেঞ্জ	সাতপুরা রেঞ্জগুলি নর্মদা এবং তাপির মধ্যে সমান্তরালভাবে চলে, মহারাষ্ট্র-মধ্য প্রদেশ সীমান্তের সমান্তরালে। মহাদেব পাহাড়ের পাচমাড়ির কাছে ধুপগড় (1,350 মিটার) হল সাতপুরা রেঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। অমরকন্টক (1,127 মিটার) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্গ। অমরকন্টক হল মহাকাল পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যেখান থেকে দুটি বিশিষ্ট নদী – নর্মদা এবং সোন উৎপন্ন হয়েছে।
পশ্চিমঘাট	এটি দাক্ষিণাত্যের মালভূমির একটি ত্রুটিপূর্ণ অংশ যা তাপি উপত্যকা থেকে কন্যাকুমারীর সামান্য উত্তরে (1600 কিলোমিটার) সমান্তরালভাবে চলছে। তাদের পশ্চিম ঢাল একটি স্কার্পমেন্ট বা খাড়া উঁচু পাহাড়ের মতো যেখানে পূর্ব ঢালটি মালভূমির সাথে আলতোভাবে মিশে গেছে। এর গড় উচ্চতা প্রায় 1,500 মিটার এবং উচ্চতা উত্তর থেকে দক্ষিণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ: আনাইমুদি
পূর্বঘাট	পূর্বঘাট আকারে নিয়মিত নয়। এটি মাঝে ভেঙে ভেঙ্গে প্রসারিত হয়েছে। পূর্ব এবং পশ্চিমঘাট নীলগিরি পাহাড়ে একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা 600 মিটার। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ: জিন্ধাগাদা